



আমীরে আহলে সুন্নাত دامت بركاتهم العاليه এর লিখিত কিতাব  
৫৫০টি সুন্নাত ও আদব এর একটি অংশ

# ১০৩টি সুন্নাত ও আদব



শায়খে তরিকাত, আমীরে আহলে সুন্নাত,  
দারুগাজতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ংকৃত আশ্রামা মাদরাসা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলহিয়াস আশ্রার ক্বাদেরী রযবী مصنفه

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

এই বিষয়বস্তু “৫৫০টি সুন্নাত ও আদব” এর ১৩ থেকে ৩০ পৃষ্ঠা হতে সংগৃহিত

# ১০৩টি সুন্নাত ও আদব

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই “১০৩টি সুন্নাত ও আদব” পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে সুন্নাত অনুযায়ী ইতিকাফ করার তৌফিক দান করো এবং তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো।  
أَمِينِ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।

## দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:  
“مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ” অর্থাৎ যে আমার প্রতি দৈনিক এক হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবে না।”

(আত তারগিব ওয়াত তারহিব, ২/৩২৬, হাদীস ২৫৯০)

ওহ তো নেহায়ত সসতা সাওদা বেচ রাহে হে জান্নাত কা  
হাম মুফলিস কিয়া মউল চুকায়ে আপনা হাত হি খালি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

“করম ইয়া রাসূলুল্লাহ” বাক্যের তেরোটি অক্ষরের সাথে সম্পর্ক রেখে

## পানি পান করার ১৩টি সুন্নাত ও আদব

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দুটি বাণী: (১) উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে পান করো না বরং দুই বা তিন নিঃশ্বাসে পান করো আর পান করার পূর্বে بِسْمِ اللهِ পাঠ করো এবং পান করার পর الْحَمْدُ لِلَّهِ বলো। (তিরমীধি, ৩/৩৫২, হাদীস: ১৮৯২) (২) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পানি পান করার পাত্রে শ্বাস নেওয়া কিংবা তার মধ্যে ফুঁক দেওয়া নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, ৩/৪৮৪, হাদীস: ৩৭২৮) হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: পানি পান করার পাত্রে নিঃশ্বাস নেওয়া চতুষ্পদ জন্তুর কাজ এছাড়া নিঃশ্বাস কখনো বিষাক্ত হয়ে থাকে তাই মুখ পাত্র থেকে পৃথক করে শ্বাস নিন, (অর্থাৎ শ্বাস নেওয়ার সময় গ্লাস মুখ থেকে সরিয়ে নিন) গরম দুধ কিংবা চা ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করবেন না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, অতঃপর ঠান্ডা হয়ে গেলে পান করে নিন। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬/৭৭) তবে দরুদে পাক ইত্যাদি পাঠ করে শিফার নিয়্যতে ফুঁক দেয়াতে সমস্যা নেই। (৩) পান করার পূর্বে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পাঠ করে নিন। (৪) চুষে ছোট ছোট ঢোকে পান করুন, বড় বড় ঢোকে পান করা দ্বারা লিভার (Liver) এর রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। (৫) পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করুন। (৬) বসে, ডান হাতে পান করুন। (৭) লোটা ইত্যাদি দ্বারা অযু করলে অবশিষ্ট পানি পান করা ৭০টি রোগের শিফা। কেননা এটা আবে যমযম শরীফের সাদৃশ্য রাখে, এ উভয় (অর্থাৎ অযুর অবশিষ্ট পানি ও যমযম শরীফ) ব্যতিত অন্য কোন পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরুহ। (ফাতাওয়ায়ে রযবিয়াহ ৪/৫৭৫, ২১/৬৬৯ সংকলিত) এ উভয় পানি দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে পান

করুন। (৪) পান করার পূর্বে দেখে নিন, পানিতে কোন ক্ষতিকর জিনিসতো নেই। (ইতহাফুস সাদাত, ৫/৫৯৪) (৯) পানি পান করার পর **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** বলুন। (১০) হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী **رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ** বলেন: **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** পাঠ করে শুরু করুন, প্রথম নিঃশ্বাসের **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের পর **رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ** এবং তৃতীয় নিঃশ্বাসের পর **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** পাঠ করুন। (ইহুয়াউল উলুম উদ্দীন, ২/৮) এটা একটি উত্তম কাজ, না করলেও সমস্যা নেই, আর শুরুতে **بِسْمِ اللّٰهِ** এবং শেষে **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** বলার দ্বারাও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (১১) গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারোপযুগী হওয়া সত্ত্বেও অনর্থক ফেলে দেয়া উচিত নয়। (১২) বর্ণিত আছে: **سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ** অর্থাৎ মুসলমানের উচ্ছিষ্টতে শিফা রয়েছে। (ফাতাওয়ানে ফকিহাতুল কুবরা লিইবনে হাজর হায়তামী, ৪/১১৭) (১৩) পান করার কিছুক্ষণ পর খালি গ্লাসের দিকে তাকালে দেখবেন, কিনারা থেকে প্রবাহিত হয়ে কয়েক ফোঁটা পানি নিচে একত্রিত হয়েছে, সেগুলোও পান করে নিন।

**صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلَی مُحَمَّد**

"গাদা ভি মুনতায়ির হে খুলদ মে নেকো কি দাওয়াত কা"  
বাক্যটির ৩২ টি অক্ষরের সাথে সম্পর্ক রেখে পানাহারের

## ৩২টি সুন্নাত ও আদব

(১) খাবার কেবল স্বাদের (TASTE) জন্য খাবেন না বরং খাবার সময় এটা নিয়ত করে নিন: আল্লাহ পাকের ইবাদতের শক্তি অর্জন করার জন্য আহার করবো। (২) ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া উচিত এবং পূর্ণ ক্ষুধা

অনুযায়ী (অর্থাৎ ক্ষুধা একেবারে অবশিষ্ট থাকে না এমন করে) আহার করা মুবাহ অর্থাৎ না গুনাহ না সওয়াব, কেননা সেটার সঠিক উদ্দেশ্যেও হতে পারে যে, শক্তি বেশি হবে। আর ক্ষুধা থেকে বেশি খাওয়া হারাম। বেশি অর্থ হলো: এতটুকু খাওয়া যার ফলে পেট খারাপ হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে, যেমন ডায়রিয়া হয়ে যাওয়া আর শরীর খারাপ হয়ে যাওয়া। (দুররে মুখতার, ৯/৫৬০) অনুরূপভাবে সুস্থ ব্যক্তি এমন খাদ্য ব্যবহার করা গুনাহ যার ফলে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা থাকে, এভাবে রোগীর এমন অসতর্কতা অবলম্বন করা যার ফলে রোগ বৃদ্ধি হওয়ার প্রবল ধারণা থাকে, যেমন অভিঙ্তার আলোকে প্রমাণিত। (৩) ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া অগণিত উপকারীতার সমষ্টি, কেননা প্রায় ৮০% রোগ পেট ভরে আহার করার কারণে হয়ে থাকে। তাই ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকাবস্থায় হাত গুটিয়ে নিন। (৪) অধিকাংশ দস্তুরখানার উপর ইবারত লিখা থাকে (যেমন কবিতা কিংবা কোম্পানি ইত্যাদির নাম) এমন দস্তুরখানা ব্যবহার করা, সেটার উপর খাবার খাওয়া উচিত নয়। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৪২০) (৫) আহারের পূর্বে এবং পরে উভয় হাত কজি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৩৭) (৬) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: খাবারের পূর্বে ও পরে অয়ু করা (অর্থাৎ কজি পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা) রিযিকে প্রশস্ততা আনে এবং শয়তানকে দূর করে দেয়। (মুসনাদুল ফিরদাউস ২/৩৩৩, হাদীস: ৩৫০১) (৭) খাবার খাওয়ার সময় জুতা খুলে নিন, এতে পা আরাম পাবে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যখন তোমরা খাবার খাবে, তখন তোমাদের জুতা খুলে নাও কারণ এটা তোমাদের পায়ের জন্য প্রশান্তির কারণ। (মুজামুল আউসাত, ২/২৫৬, হাদীস: ৩২০২) (৮) খাবারের সময় বাম পা বিচিয়ে দিন এবং ডান হাটু দাঁড় করিয়ে রাখুন কিংবা নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসে

যান আর উভয় হাটু দাঁড়িয়ে রাখুন। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৭৮) অথবা উভয় পা বিচিয়ে দুজানু হয়ে বসে যান। (ইহুইয়াউল উলুম, ২/৫) (৯) ইসলামী ভাই হোক কিংবা ইসলামী বোন যখনই খাবার খাওয়ার জন্য বসবেন তখন অবশ্যই চাদর কিংবা জামার আচলের মাধ্যমে পর্দার উপর পর্দা করুন (১০) তরকারী কিংবা চাটনির পাত্র রুগটির উপর রাখবেন না। (রদুল মুহতার, ৯/৫৬২) (১১) খালি মাথায় আহাৰ করা আদবের পরিপন্থী এবং তার কারণে রুজির মধ্যে সংকীর্ণতা হয়ে থাকে। (১২) বাম হাতের মাধ্যমে জমিনের উপর হেলান দিয়ে খাওয়া মাকরুহ। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৭৭) (১৩) মাটির পাত্রে আহাৰ করা উত্তম কারণ যে তার ঘরে মাটির পাত্র তৈরী করে, ফিরিশতা তার ঘর যিয়ারত করতে আসে। (রদুল মুহতার, ৯/৫৬৬) (১৪) দস্তরখানায় সজি থাকলে, ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। (ইহুইয়াউল উলুম, ২/২২) (১৫) শুরু করার পূর্বে এই দোয়া পড়ে নিন, যদি খাবার কিংবা পানিতে বিষও থাকে তাহলে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** প্রভাব ফেলতে পারবে না। দোয়াটি হলো: **بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ۔** (১) **অনুবাদ:** আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ করছি, যার নামের বরকতে জমিন ও আসমানের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, হে চিরঞ্জীবী ও চিরস্থায়ী। (মুসনাদে ফিরদৌস, ১/২৮২, হাদীস: ১১০৬) (১৬) যদি শুরুতে **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** পড়তে ভুলে যান তবে খাবারের মাঝে স্মরণে আসলে এভাবে বলুন: **بِسْمِ اللَّهِ أَوْ كَلِّهِ وَأَخْرُجْهُ** **অনুবাদ:** আল্লাহ

১. যে দোয়ায় **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ** এর স্থলে **وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** রয়েছে, সেটার ফযীলত তিরমিযী ও ইবনে মাজায় এভাবে রয়েছে, হযুর **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যে বান্দা প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার এই বাক্য বলবে: **بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** তাহলে তাকে কোনবস্তু ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

(তিরমিযী ৫/২৫০, হাদীস: ৩৩৯৯। ইবনে মাজাহ, ৪/২৮৪, হাদীস: ৩৮৬৯)

পাকের নামে আরম্ভ ও শেষ” (১৭) প্রথমে এবং শেষে লবন খান, কেননা এটা সুন্নাত আর এর ফলে ৭০টি রোগ দূরীভূত হয়। (রব্বুল মুহতার, ৯/৫৬২) আলা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ লবনাক্ত জিনিস খাবারকে লবনের ছুকুমে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (হায়াতে আলা হযরত, ১/১০৭) (১৮) ডান হাতে আহাৰ করণ, বাম হাতে খাওয়া, পান করা, লেনদেন করা, শয়তানের রীতি। অধিকাংশ ইসলামী ভাই গ্রাস তো ডান হাতেই খায়, কিন্তু যখন মুখের নিচে বাম হাত রাখে, তখন অনেক সময় দানা সে হাতে পতিত হয় আর তা বাম হাতেই খেয়ে নেয়, এভাবে দস্তুরখানায় পতিত খাদ্যকণা বাম হাতেই খেয়ে নেয়। তাদের সেই বাম হাতের দানা ডান হাতে নিয়ে মুখে দেয়া উচিত। (১৯) বাম হাতে রুটি নিয়ে ডান হাত দ্বারা ছেঁড়া অহংকার দূর করার মাধ্যম। (ফাতওয়ায়ে রযবীয়াহ, ২১/৬৬৯) একাকী খাওয়ার সময় হাত বাড়িয়ে বরতন কিংবা তরকারীর বাসনের মাঝখানে উঁচু করে রুটি ও পাউরুটি ইত্যাদি ছিড়ার অভ্যাস গড়ুন, এভাবে রুটির ক্ষুদ্রাংশ কিংবা রুটিতে তিল থাকলে তা প্লেইটেই পতিত হবে অন্যথায় দস্তুরখানে পতিত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (২০) তিন আঙ্গুল অর্থাৎ মধ্যমা, শাহাদাত ও বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা) খাবার খাবেন। কেননা এটা সুন্নাতে আশিয়া عَلَيْهِ السَّلَام। যদি ভাতের দানা পৃথক পৃথক হয় এবং তিন আঙ্গুল দিয়ে লোকমা বানানো সম্ভবপর না হয় তবে চার কিংবা পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খেতে পারেন। (২১) ছোট লোকমা নিন আর এমন সতর্কতার সাথে খান যেনো চাপাত চাপাত আওয়াজ সৃষ্টি না হয়। এভাবে চিবিয়ে খান যেন মুখের খাবার পাতলা হয়ে যায়, এভাবে করার কারণে হজমকৃত লালাও ভালোভাবে মিশ্রিত হয়ে যাবে। যদি ভালোভাবে চিবানো ব্যতীত গিলে ফেলেন তবে হজম করার জন্য পাকস্থলীকে ভীষণ কষ্ট করতে হবে আর এভাবে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হতে পারে সুতরাং দাঁতের কাজ ভূড়ি দ্বারা

করাবেন না। (২২) প্রতিটি লোকমায় “يَا وَاحِدٌ” পাঠ করার দ্বারা পেটে নূর সৃষ্টি হয় আর রোগ দূর হয়। (২৩) খাবার থেকে অবসর হওয়ার পর প্রথমে মধ্যমা অতঃপর শাহাদাতের আঙ্গুল এবং শেষে বৃদ্ধাঙ্গুল তিনবার করে চেটে নিন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ খাবারের পর আঙ্গুল মোবারক তিনবার চেটে নিতেন। (শামায়িলে মুহাম্মাদিয়া লিত তিরমীযি, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৩) (যদি তিনবার চেটে নেওয়ার পরও আঙ্গুলে খাদ্যের প্রভাব অবশিষ্ট থাকে তবে আরো এতবার চেটে নিন যেন খাদ্যের প্রভাব চলে যায়।) (২৪) পাত্রও চেটে নিন। হাদীসে পাকে রয়েছে: খাবারের পর যে ব্যক্তি পাত্র চেটে নেয় তবে সেই পাত্র (প্লেট) তার জন্য দোয়া করে এবং বলে: আল্লাহ পাক তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করুক যেভাবে তুমি আমাকে শয়তান থেকে মুক্ত করেছো। (জাময়ল জাওয়ারমে ১/৩৪৭, হাদীস: ২৫৫৮) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: পাত্র (প্লেট) তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (ইবনে মাজাহ, ৪/১৪, হাদীস: ৩২৭১) (২৫) হযরত সাযিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে খাওয়ার পর পাত্রকে চেটে নিবে এবং ধৌত করে পান করে নিবে, সে গোলাম মুক্ত করার সওয়াব পাবে। আর পতিত টুকরো উঠিয়ে খাওয়া জান্নাতী হ্রের মোহরানা স্বরূপ। (ইহুইয়াউল উলুম, ২/৮)। (২৬) হযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি পতিত খাবার তুলে খেয়ে নিবে সে স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাপন করে এবং তার সন্তান-সন্তুতিতের মধ্যে কল্যাণ থাকে। (ইহুইয়াউল উলুম, ২/৮) (২৭) আহারের পর দাত খিলাল করুন। (২৮) আহারের পর পূর্বে ও পরে দরুদ শরীফের সাথে এই দোয়া পাঠ করুন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اٰطَعْنَا وَسَقَاتَا. **অনুবাদ:** আল্লাহ পাকের শুকরিয়া, যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন ও আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।” (২৯) যদি কেউ আহার



করালো তবে এই দোয়া পাঠ করুন: **اللَّهُمَّ اطْعِمْ مَنْ اطْعَمَنِي، وَ اسْقِ مَنْ سَقَانِي۔**  
**অনুবাদ:** হে আল্লাহ পাক! তাকে আহার করান, যিনি আমাকে আহার করিয়েছেন এবং তাকে পান করান, যিনি আমাকে পান করিয়েছেন। (হিসনুল হাসীন ৭১পৃ) (৩০) আহারের পর সূরা ইখলাস ও সূরা কুরাইশ পাঠ করে নিন। (ইহুইয়াউল উলুম, ২/৮-৪) (৩১) খাবার খাওয়ার পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে মুছে নিন। (৩২) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** লিখেন: খাবারের পর অযু (অর্থাৎ কজ্জি পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা) উন্মাদনার রোগ দূরীভূত করে। (ইহুইয়াউল উলুম ২/৮-৪)

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**

“কৃত্যে রাহমি হারাম হে” বাক্যটির তেরোটি অক্ষরের সাথে সম্পর্ক রেখে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা সংক্রান্ত ১৩টি সুন্নাত ও শিষ্টাচার

(১) আল্লাহর বাণী: **وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ** এবং আল্লাহ পাককে ভয় করো, যাঁর নাম নিয়ে প্রার্থনা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো। উক্ত আয়াতে মোবারাকার পাদটিকায় তাফসীরে মাযহারী 'র মধ্যে রয়েছে: অর্থাৎ তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বেঁচে থাকো। (তাফসিরে মাযহারী, ২/২১২) প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর বাণী: (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিত আত্মীয়তার বন্ধন অটুট করা। (বুখারী, ৪/১৩৬, হাদীস, ৬১৩৮) (৩) কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়াতলে তিন প্রকার লোক থাকবে, (তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে) আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী।

(ফিরদৌস, ১/৯৯, হাদীস: ২৫২৬) (৪) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী, ৪/৯৭, হাদীস: ৫৯৮৪) (৫) লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে অধিকহারে কুরআনে করীম তিলাওয়াত করী, অধিক খোদাভীরু, সবচেয়ে বেশি সৎকাজের আদেশ দাতা এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধকারী, এবং সবচেয়ে বেশি আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী। (মুসনাদে ইমাম আহমদ ১০/৪০২, হাদীস: ২৭৫০৪) (৬) নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম সদকা হলো সেটা, যা শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়দের উপর করা হয়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১৩৮/৯, হাদীস ২৩৫৮৯) (৭) যে সম্প্রদায়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকবে, সেই গোথের উপর আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হয় না। (আয যাওয়াজির, ২/১৫৩) (৮) যে এটা পছন্দ করে যে, তার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরী করা হোক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক, তার উচিত, যে তার উপর নির্যাতন করে তাকে ক্ষমা করা আর যে বঞ্চিত করে, সে তাকে দান করা আর যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা। (মুসনাদদরাক, ৩/১২, হাদীস: ৩২১৫) (৯) হযরত সাযিয়্যুনা ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে সদস্যবহার) করার ১০টি উপকারিতা রয়েছে: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন হয়, লোকদের খুশির কারণ হয়, ফেরেশতা আনন্দিত হয়, মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার প্রশংসা করা হয়, শয়তান কষ্ট পায়, আয়ু বৃদ্ধি পায়, রিযিকের মধ্যে বরকত হয়, মৃত বাবা-মা, দাদা-দাদি, (অর্থাৎ মুসলমান বাবা-দাদা) খুশি হয়, পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, ওফাতের পর তার সওয়ার বৃদ্ধি পায়, কেননা লোকেরা তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে থাকে। (তায্বিহুল গাথেকলীন, পৃষ্ঠা ৭৩) (১০) বাহারে শরীয়াত ৩য় খন্ড ৫৫৮-৫৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আত্মীয়তার বন্ধনের অর্থ হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক

বজায় রাখা অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে কল্যাণকর ও উত্তম আচরণ করা। সকল উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, “আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। যে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব তারা কারা? কতিপয় উলামাগণ বলেন: তারা হলো যো রেহম মাহরাম আর কতিপয় লোক বললেন: তা দ্বারা উদ্দেশ্য যো রেহম, মাহরাম হোক বা না হোক। আর গ্রহনযোগ্য উক্তি হলো দ্বিতীয় উক্তি, হাদীসে পাকে সাধারণভাবে কোন সীমাবদ্ধতা ব্যতীত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদস্যবহার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে আর পবিত্র কুরআন শরীফে সাধারণভাবে কোন সীমাবদ্ধতা ব্যতীত যাওয়িল কুরবা (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন) বলা হয়েছে কিন্তু এটা আবশ্যিক যে, যেহেতু আত্মীয়তার মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে (অনুরূপভাবে) সম্পর্ক বজায় রাখা (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণের) স্তরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মাতা-পিতার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি এরপর যো রেহম মাহরামের (অর্থাৎ সেই আত্মীয়, যাদের সাথে বিবাহ সর্বদার জন্য হারাম) এরপর অবশিষ্ট আত্মীয় স্তর অনুযায়ী। (অর্থাৎ আত্মীয়তার ক্ষেত্রে নিকটতম স্তর অনুযায়ী) (রুদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮) (১১) সীলা রেহমী (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে সদস্যবহার করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, তাদেরকে হাদিয়া দেওয়া (অর্থাৎ উপহার) দেয়া এবং যদি তাদের কোন বিষয়ে তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে সে কাজে তাদের সাহায্য করা, তাদের সালাম করা, তাদের সাক্ষাতে যাওয়া, তাদের সাথে উঠাবসা, তাদের সাথে কথা-বার্তা বলা, তাদের সাথে সদয় ও ভালোবাসা সুলভ আচরণ করা। (দুরার, ১/৩২৩) (১২) যদি তারা প্রবাসী থাকে, তবে আত্মীয়দের নিকট চিঠি পেরণ করা, তাদের সাথে চিঠি আদান-প্রদান অব্যহত রাখবে যেন বিচ্ছেদ সৃষ্টি না হয় এবং

সম্ভব হলে স্বদেশে ফিরে আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখা। এরূপ করাতে পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। (রুদ্দুল মুহতার ৬৭৮/৯) ফোন অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও যোগাযোগের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত উপকারী। (১৩) সীলা রেহমী (আত্মীয়তার সাথে উত্তম আচরণ) এটা নয় যে, সে সদস্যবহার করলে আমিও সদস্যবহার করবো, এই জিনিস তো মূলতো আদান-প্রদান হয়ে যাচ্ছে যে, সে তোমার নিকট কোন জিনিস প্রেরণ করলো তাই তুমিও তার নিকট প্রেরণ করলে, সে তোমার নিকট আসলে, তুমিও তার নিকট যাবে। প্রকৃত পক্ষে সীলা রেহমী (অর্থাৎ উচ্চ স্তরের সীলা রেহমী) হলো, সে সম্পর্ক ছিন্ন করলে, তুমি রক্ষা করবে, সে তোমার কাছ থেকে পৃথক হতে চাইলে, অবজ্ঞা করলে, তুমি তার সাথে আত্মীয়তার হকের খেয়াল রাখবে। (রুদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

“রাহে মদিনা কা মুসাফির” বাক্যটির পনেরোটি অক্ষরের সাথে সম্পর্ক রেখে প্রতিবেশী সংক্রান্ত ১৫টি সুন্নাত ও শিষ্টাচার

নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ৮টি বাণী: (১) আল্লাহ পাক নেককার মুসলমানের কারণে তার আশেপাশের ১০০টি ঘর থেকে বিপদ-আপদ দূরীভূত করে দেন। অতঃপর হযুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এই আয়াতে মোবারকা তিলাওয়াত করলেন। وَ لَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ (পারা ২, বাকারা: ২৫১) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি আল্লাহ মানুষের মধ্যে থেকে এককে অন্যের দ্বারা প্রতিহত না করেন, তবে অবশ্যই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে (২) আল্লাহ পাকের নিকট উত্তম প্রতিবেশী সেই, যে তার প্রতিবেশীর কল্যাণকামী হয়। (মাজমাউয যাওয়ানিদ, ৮/২৯৯, হাদীস: ১৩৫৩৩) (৩) সেই

ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ঠতা থেকে নিরাপদ থাকবে না। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৪৩ হাদীস: ৪৬) (৪) সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে পেট ভরে আহার করলো আর তার প্রতিবেশী তার পাশে ক্ষুধার্ত রইলো। (শুয়াবুল ইমান, ৩/২২৫, হাদীস: ৩৩৮৯) অর্থাৎ পরিপূর্ণ মুমিন নয়। (৫) যে ব্যক্তি নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলো সে (যেন) আমাকে কষ্ট দিলো আর যে আমার কষ্ট দিলো সে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিলো। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২৪১/৩ হাদীস: ১৩) (৬) জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতবেশি অসিয়ত করতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হলো; প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবে। (বুখারী, ৪/১০৪, হাদী, ৬০১৪) (৭) যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিত নিজের প্রতিবেশীর সাথে সদস্যবহার করা। (মুসলিম, ৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮) (৮) চল্লিশ ঘর প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। (মোরাসিলে আবু দাউদ ১৬) হযরত সাযিয়দুনা ইমাম যাহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এ দ্বারা চতুর্দিকের চল্লিশ ঘর উদ্দেশ্য। নুযহাতুল ফারীর মধ্যে রয়েছে: প্রতিবেশী কারা তা প্রত্যেকেই নিজেদের প্রচলিত পরিবেশ ও আচার- আচরণ দ্বারা বুঝতে পারে। (নুযহাতুল ফারী, ৫/৫৬৮) (৯) হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রতিবেশীর হক সমূহের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তাকে প্রথমে সালাম করবে, তার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা-বার্তা বলবে না, তার অবস্থা সম্পর্কে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ করবে না, সে অসুস্থ হলে তার সেবা করবে, বিপদের সময় তাকে সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে ও তাকে সঙ্গ দিবে, খুশির সময় তাকে মোবারকবাদ দিবে এবং তার সাথে আনন্দে অংশগ্রহণ করবে, তার ভুলত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে, ছাদ থেকে তার ঘরের দিকে উঁকি দিবে না, তার ঘরের রাস্তা সংকীর্ণ করবে না, সে তার ঘরে যা

কিছু নিয়ে যাচ্ছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করবে না, তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখবে, যদি সে কোন প্রয়োজন কিংবা বিপদে পড়ে সাথে তার সাহায্য করবে, যখন সে ঘরে অনুপস্থিত থাকবে, তখন তার ঘরের হিফায়ত করা থেকে উদাসীন হবে না, তার বিপক্ষে কোন কথা শুনবে না এবং তার সহধর্মিণী থেকে দৃষ্টিকে অবনত রাখবে, তার সন্তানদের সাথে নম্রতার সুরে কথা বলবে, তার যে দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়াদীর জ্ঞান না নেই সে ব্যাপারে তাকে দিক নির্দেশনা দিবে। (ইহয়াউল উলুম, ২৬৬-২৬৭/২) (১০) ঘটনা: হযরত সাযিয়্যুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর খিদমতে এক ব্যক্তি আরজ করলো; আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়, আমাকে গালিগালাজ করে ও আমার উপর কঠোরতা প্রদর্শন করে। বললেন: যদি সে তোমার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করে, তবে তুমি তার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের আনুগত্য করো। (ইহয়াউল উলুম, ২৬৬-২৬৭/২) (১১) ঘটনা: এক বুয়ুর্গের ঘরে অধিক পরিমাণে ইঁদুর ছিলো, কেউ আরজ করলো: হযরত! যদি আপনি বিড়াল রাখেন তবে ভালো হয়। বললেন: আমার ভয় হচ্ছে; যদি ইঁদুর বিড়ালের আওয়াজ শুনে প্রতিবেশির ঘরে চলে যায় তখন এভাবে আমি তার জন্য সেই জিনিস পছন্দকারী হয়ে যাবো যেটা আমি নিজের জন্য পছন্দ করিনা। (ইহয়াউল উলুম, ২৬৬-২৬৭/২) (১২) বর্ণিত আছে, দরিদ্র প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন সম্পদশালী প্রতিবেশীর আচল ধরে বলবেঃ “হে আমার প্রতিপালক! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমার সাথে সদস্যবহার করা থেকে আমাকে কেন বঞ্চিত করেছিল আর আমার উপর তার দরজা কেন বন্ধ করেছিল? (ইহয়াউল উলুম, ২৬৬-২৬৭/২) (১৩) এক ব্যক্তি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অমুক মহিলার ব্যাপারে এই কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে; সে অধিকহারে নামায, রোযা ও সদকা করে

থাকে, কিন্তু এটাও রয়েছে সে তার প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ট দেয়, বললেন। সেই জাহান্নামী। তিনি আরজ করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অমুক মহিলা সম্পর্কে বেশি আলোচনা করা হয়; সে নফল রোযা, সদকা ও নামায কম আদায় করে, সে পনিরের টুকরা সদকা করে থাকে এবং নিজের মুখ দ্বারা নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না, ইরশাদ করেন: সেই জান্নাতী। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩/৪৪১, হাদীস: ৯৬৮১)

(১৪) ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: প্রতিবেশী তিন প্রকারের: কতিপয়ের তিনটি হক রয়েছে, কতিপয়ের দুটি এবং কতিপয়ের একটি হক, যে প্রতিবেশী মুসলমান ও আত্মীয়, তার তিনটি হক রয়েছে: প্রতিবেশীর হক ও ইসলামের হক আর আত্মীয়তার হক: মুসলিম প্রতিবেশীর দুটি হক: প্রতিবেশীর হক এবং ইসলামের হক আর প্রতিবেশী কাফের হলে কেবল একটাই হক, সেটা হচ্ছে প্রতিবেশীর হক। (শুয়াবুল ইমান, ৭/৮৩, হাদীস: ৯৫৬০) (১৫) ঘটনা: সাযিয়্যুনা বায়েজিদ বুস্তামি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর এক ইহুদী প্রতিবেশী সফরে গেলো, তার বাচ্চাদের ঘরে রেখে গেলো, রাতে ইহুদীর বাচ্চারা কান্নাকাটি করছিলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: বাচ্চাগুলো কেন কান্নাকাটি করছে? ইহুদী বললো: ঘরে প্রদীপ নেই, বাচ্চারা অন্ধকারে ভয় পাচ্ছে। সে দিন থেকে প্রতিদিন তিনি প্রদীপ ভালোভাবে তেল ভর্তি করে আলোকিত করে ইহুদীর ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। যখন ইহুদী ফিরে আসলো তখন তার স্ত্রী এই ঘটনা শুনালেন ইহুদী বললো: যে ঘরে বায়েজিদের প্রদীপ এসে গেছে সেখানে (কুফরের) অন্ধকার কেন থাকবে! তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেলো।

(মিরআতুল-মানাজিহ, ৬/৫৭৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## মেহমানদারীর ৩০টি সুন্নাত ও আদব

নবী করীম ﷺ এর ৮টি বাণী: (১) যে আল্লাহ পাক ও কিয়ামতের উপর ঈমান রাখে তার উচিত মেহমানের সম্মান করা। (বুখারী, ৪/১০৫, হাদীস: ৬০১৮) মুফাসিসের কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: মেহমানের সম্মান হলো, তার সাথে উৎফুল্লতার সাথে (অর্থাৎ মুসকি হেসে ভালোভাবে) সাক্ষাৎ করা, তার জন্য খাবার ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থা করা যথাসম্ভব নিজের হাতে তার খিদমত করা। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়াহ, ২১/৬৬৯) (২) যে আল্লাহ পাক ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত মেহমানকে কষ্ট না দেয়া। (ইকরামুয দ্বায়ফ, ২৫, হাদীস: ৩১) (৩) যখন কোন মেহমান কারো কাছে আসে, তখন সে তার রিযিক সাথে নিয়ে আসে আর যখন সে বিদায় নিয়ে যায় তখন ঘরের মালিকের গুনাহ ক্ষমা করার মাধ্যম হয়ে যায়। (কানযুল উম্মাল, ৯/১০৭, হাদীস: ২৫৮৩১) (৪) যে ব্যক্তি নামায কায়েম করলো, যাকাত আদায় করলো, হজ্জ্ব আদায় করলো, রমযানের রোযা রাখলো এবং মেহমানদারী করলো, সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুজামুল কবীর, ১২/১০৬, হাদীস: ১২৬৯২) (৫) যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মেহমানদারী করে না তার মাঝে কল্যাণ নেই। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৬/১৪২, হাদীস: ১৭৪২৯) (৬) মানুষের জন্য এটা বড় মূর্খতা হলো, সে মেহমান থেকে খিদমত নিবে। (জামিউস সগীর, ২৮৮, হাদীস: ৪৬৮৬) (৭) মেহমান কে দরজা পর্যন্ত বিদায় দিতে যাওয়া সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ, ৪/৫২, হাদীস: ৩৩৫৮) (৮) যে ঘরে খাবার খাওয়া হয়, তার মাঝে কল্যাণ ও বরকত এত দ্রুত আসে যত দ্রুত উটের কুজের দিকে ছুরি চলে। (ইবনে মাজাহ, ৪/৫১, হাদীস: ৩৩৫৭) হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ যে ঘরে মেহমান, দর্শক,



সাক্ষাৎকারী লোক খাবার খেতে থাকে সেখানে বরকত থাকে, অন্যথায় নিজেদের ঘর-বাড়িতে তো প্রত্যেকেই খেয়ে থাকে। উটের কুজের মধ্যে হাড়ি থাকে না, শুধু চর্বিই থাকে সেটাকে চুরি অনেক দ্রুত কেটে দেয় এবং তার গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যায় তার জন্য এটা দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এমন ঘরে বরকত দ্রুত পৌঁছে। (মিরআত ৬/৬৭) (৯) হযরত বিবি খাদিজা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন: হযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তো আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ করতেন, মুসাফিরদের আপ্যায়ন করতেন এবং হক ও ইনসাথেফর লক্ষে সবার মুসিবত ও বিপদের সময় পাশে থাকতেন। (সিরাতে মুস্তফা, ১০৯ পৃষ্ঠা) (১০) এক ব্যক্তি আরজ করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি একজন ব্যক্তির কাছে গেলাম সে আমাকে মেহমানদারী করেনি, এখন সে আমার নিকট এসেছে আমি কি তার প্রতিশোধ নিবো? ইরশাদ করলেন: না, বরং তাকে আপ্যায়ন করো। (তিরমিযী, ৩/৪০৫, হাদীস: ২০১৩) (১১) হযরত সাযিয়্যুনা আতা رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়্যুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর যখন খাবার খাওয়ার সময় হতো আর সাথে খাওয়ার মতো কেউ থাকতো না, তখন এক বা দু' মাইল পর্যন্ত (মেহমানের) সন্ধানে বের হয়ে যেতেন যেন কোন আহারকারী মিলে যায়। (তানবিহুল গাফিলীন, ২৪৯) (১২) হযরত সাযিয়্যুনা ইকরামা رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়্যুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর উপাদী “আবুদ দায়ফান” (অর্থাৎ বড় মেহমানদারী সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাথেব) প্রসিদ্ধ ছিলো, তার ঘরের চারটি দরজা ছিলো এবং তিনি দেখতেন, কোনো দরজা দিয়ে কেউ আসছে কিনা। (তানবিহুল গাফিলীন, ২৪৯) (১৩) খাদিমুন নবী সাযিয়্যুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে ঘরে মেহমান আসে না, সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা আসে না। (ইহুইয়াউল উলুম, ২/৪৩। ইহুইয়াউল উলুম ২/১৬)

(১৪) মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের মেহমান সেই, যিনি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বাহির (অর্থাৎ অন্য শহর থেকে বা দেশ) থেকে আসেন, তার সাথে পূর্ব থেকে যোগাযোগ থাকুক বা না থাকুক, যে আমাদের জন্য নিজের মহল্লা কিংবা নিজের শহর থেকে আমাদের সাথে দু'চার মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ করতে আসে সে সাক্ষাৎকারী, মেহমান নয়। তার খাতিরে (অর্থাৎ ভালোভাবে সাক্ষাৎ করতে চান তবে সাক্ষাৎ) করুন তবে তার দাওয়াত নেই আর যে অপরিচিত ব্যক্তি নিজের কাজের জন্য আমাদের নিকট আসে, সে মেহমান নয় যেমন বিচারক কিংবা মুফতির নিকট মামলা কিংবা ফাতাওয়ার জন্য আসে, সে বিচারক কিংবা মুফতির মেহমান নয়। (মিরআতুল মানাজ্জিহ, ৫৪/৬)

(১৫) মেহমানের উচিত নিজের মেজবানের ব্যস্ততা ও যিম্মাদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা। (১৬) বাহারে শরীয়ত ওয় খন্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠা হাদীস নং ১৪: যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সেই যেন মেহমানদের সম্মান করে, একদিন এক রাত তার পর্যবেক্ষণ করবে (অর্থাৎ একদিন তার সম্পূর্ণ দেখাশোনা করবে, নিজের সমর্থ অনুযায়ী (অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব) তার জন্য কষ্ট করে (অর্থাৎ গুরুত্বের সাথে) খাবার প্রস্তুত করাবে আর তিন দিন যিয়াফত (অর্থাৎ একদিন পর কষ্ট করবেন না বরং যা মওজুদ থাকে তা উপস্থাপন করুন।) আর তিনদিন পর হলে সেটা সদকা, মেহমানের জন্য এটা হালাল নয় যে, সেখানে এতদিন অবস্থান করা যার ফলে সে সমস্যায় পড়ে যাবে। (রুখারী, ৪/১৩৬, হাদীস: ৬১৩৫) (১৭) যখন আপনি কারো কাছে মেহমান হিসাবে যান উত্তম হলো; ভালো ভালো নিয়্যতের সাথে সামর্থ্য অনুযায়ী মেজবান কিংবা তার বাচ্চাদের জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে যাওয়া। (১৮) হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি

মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মেহমানের চারটি বিষয় খেয়াল রাখা জরুরী:(১) যেখানে বসাথেনা হবে সেখানেই বসে যাবে। (২) যা কিছু তার সামনে উপস্থাপন করা হবে, তার উপর সজ্জ্ব থাকবে, এটা যেনো না বলে: এর চেয়ে ভালো খাবার তো যদি আমি আমার ঘরেই খেতাম কিংবা এধরণের অন্যান্য বাক্য। (৩) ঘরের মালিকের অনুমতি ব্যতীত (অর্থাৎ মেযবানের অনুমতি ব্যতীত) সেখান থেকে উঠে যাবে না আর (৪) যখন সেখান থেকে বিদায় নিবে তখন তার জন্য দোয়া করবে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৪৯। আলমগীরী, ৫/৩৪৪)) (১৯) ঘর বা খাবার ইত্যাদি বিষয়ক মেহমান কোন ধরণের সমালোচনা করবে না, আর মিথ্যা প্রশংসাও করবে না। (২০) আপ্যায়নকারীও মেহমানকে মিথ্যার সম্মুখীন করে এমন কোন প্রশ্ন করবে না যেমন: আমাদের ঘর কেমন লাগলো? কিংবা বলা: আমাদের খাবার আপনার পছন্দ হয়েছে কি না? এমন সময় যদি পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও মেহমান ভদ্রতার কারণে পরিবার সম্পর্কে মিথ্যা প্রশংসা করে তাহলে গুনাহগার হবে (২১) আপ্যায়নকারী এভাবে প্রশ্নও করবে না যে, “আপনি পেট ভরে খেয়েছেন কি না?” কারণ এখানেও উত্তর স্বরূপ মিথ্যার আশংকা রয়েছে: কম খাওয়ায় অভ্যস্ত বা সতর্কতা অবলম্বনকারী বা কোন কারণে কম খাওয়া সত্ত্বেও বারবার জোর ও বাড়াবাড়ি করা থেকে বাঁচার জন্য মেহমানকে মিথ্যা কথা বলতে হয় যে, আমি পেট ভরে খেয়েছি। (২২) অনেক ক্ষেত্রে খাবারের সময় মেহমানের কাছে একজন ব্যক্তি নিযুক্ত করে দেওয়া হয়, যিনি নিজ হাতে মেহমানদেরকে খাবার বা তরকারী, মাংস ইত্যাদি দিতে থাকে, মেহমানের এর কারণে অসুবিধা হতে পারে যেমন, সে মাংসের টুকরো খেতে অনাগ্রহী অথচ মেজবান কতৃক নিযুক্ত লোকটি তাকে মাংসের টুকরো দিয়েই যাচ্ছে।

(২৩) আপ্যায়নকারীর উচিত কিছুক্ষণ পরপর বলা “আরেকটু খান” কিন্তু এর জন্য জোর না করা, কারণ আবার যেন জোর করার কারণে বেশি খাবার না হয়ে যায় যার ফলে তার ক্ষতি হয়। (আলমগিরী, ৫/৩৪৪)

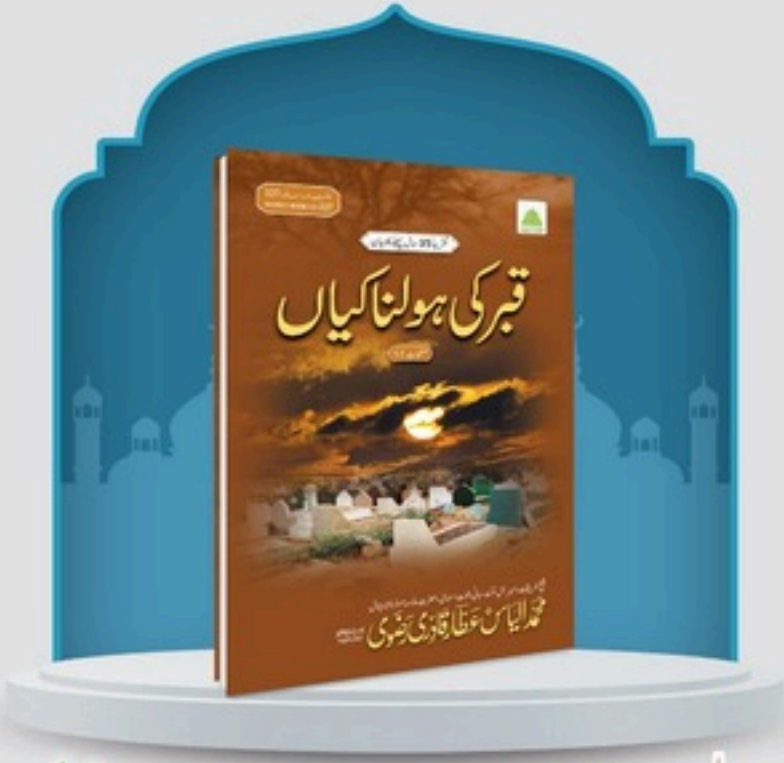
(২৪) হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বন্ধু কম খেলে তাকে উৎসাহ দিন: খান! কিন্তু তিনবারের বেশি বলবেন না কারণে, এটা জোর করা আর সীমা অতিক্রম করার নামান্তর। (ইহয়াউল উরুম ২/৯) (২৫) আপ্যায়নকারী একদম নিশ্চুপ থাকা অনুচিত আর এটাও করা উচিত নয় যে, খাবার রেখে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বরং সেখানে উপস্থিত থাকবে। (আলমগিরী, ৫/৩৪৫)

(২৬) মেহমানের সামনে খাদিম ইত্যাদির প্রতি নারাজ হবেন না। (আলমগিরী, ৫/৩৪৫) (২৭) আপ্যায়নকারীর উচিত, নিজই মেহমানদারী করানো, খাদিমের দায়িত্বে তাকে ছেড়ে দিবেন না কারণে এটা (অর্থাৎ মেহমানদের অভ্যর্থনা জানানো) হযরত সাযিয়্যুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর সুন্নাহ, (আলমগিরী, ৫/৩৪৫। বাহরে শরীয়ত, ৩/৩৯৪) যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে আহার করে তার কাছ থেকে (কিয়ামতের দিন সেই খাবারের) হিসাব নেওয়া হবে না। (কুউতুল কুলুব, ২/৩০৬) (২৮) হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি অল্প আহার করে, যখন সে লোকদের সাথে আহার করবে তখন কিছুক্ষণ পর খাওয়া আরম্ভ করবে আর ছোট লোকমা উঠাবে এবং ধীরে ধীরে খাবে যেন শেষ পর্যন্ত অন্য লোকদের সঙ্গ দিতে পারে। (মিরকাতুল মাফাতিহ ৮/৮৪। হাদীসের পাদটিকা, ৪২৫৪) (২৯) যদি কেউ এই জন্য দ্রুত হাত গুটিয়ে নিলো যেন লোকদের অন্তরে স্থান পায় আর তাকে ক্ষুধা থেকে কম আহারকারী ধারণা করে তবে সে রিয়াকার ও জাহান্নামের আগুনের

হকদার। (৩০) যদি ক্ষুধা থেকে কিছু বেশি এই জন্য খেয়ে নিলো যে, মেহমানের সাথে খাবার খাচ্ছে আর জানা আছে, তিনি হাত গুটিয়ে নিলে মেহমানরা লজ্জা পাবে এবং পরিতৃপ্ত হয়ে খাবে না এমতাবস্থায়ও বেশি খেয়ে নেওয়ার অনুমতি রয়েছে তবে এতটুকুই বেশি যেন না হয় যার ফলে পাকস্থলী খারাপ হওয়ার আশংকা থাকে। (দুররে মুহত্তার, ৬/৫৬১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Next Week's Booklet



دَاوَاتِ اِسْلَامِی  
ہندوستان اور  
پاکستان

### مکتبہ مَدِیْنَةُ الْمَدِیْنَةِ دَاوَاتِ اِسْلَامِی

ہندوستان : ۱۷۲ آندرنکلیٹا، چٹھام۔ موبائل: ۰۱۹۱۸۱۱۲۹۲۶

مَدِیْنَةُ الْمَدِیْنَةِ دَاوَاتِ اِسْلَامِی، آندرنکلیٹا، چٹھام، ساہیوال، ڈاکا۔ موبائل: ۰۱۷۲۰۰۹۷۵۱۹

آندرنکلیٹا، چٹھام، ۱۷۲ آندرنکلیٹا، چٹھام۔ موبائل و ویکال نڈ: ۰۱۷۲۰۰۹۷۵۱۹

کاشمیری، مڈل روڈ، ککبازار، کومپلا۔ موبائل: ۰۱۹۷۸۹۷۱۰۲۶

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net